সংবাদ

তারিখ 26 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

বাধ্যতামূলক ছুটি কোন শাস্তি নয়, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের বিচার করতে হবে

সংবাদ জানিয়েছে, ছাত্র নির্যাতনের ঘটনায় কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবু দারদা মো. আরিফ বিল্লাহকে এক মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়েছে। গত শনিবার ছাত্র ও অভিভাবকদের বিক্ষোভের মুখে পুলিশ সুপার (এসপি) তাকে এই ছুটি দেন। পুলিশ সুপার আরও জানান, ঘটনার তদন্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্টে অপরাধ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে সহযোগী আরেকটি দৈনিকের খবরে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত অধ্যক্ষ কুষ্টিয়া জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে ৩০ থেকে ৩৫ জন ছাত্রকে বেত্রাঘাত করার কথা স্বীকার করেছেন। জনৈক অভিভাবক পুলিশ সুপারের কাছে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছেন, তার ছোট ছেলেমেয়েরা লাঠিপেটার দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তারা স্কুলে আসতে ভয় পাচ্ছে।

এরপরও অভিযোগ আমলে নেয়ার জন্য তদন্তের অপেক্ষায় থাকতে হবে বলে আমরা মনে করি না। শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শুধু সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞাই নেই, এর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থাও রয়েছে। সুতরাং অধ্যক্ষকে গ্রেফতার না করে সবেতনে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এক মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি কীভাবে দেয়া হলো সেটাই জিজ্ঞাসা। ছুটির আদেশ বাতিল করে এ মুহূর্তে তাকে গ্রেফতার করতে হবে। আইন ভঙ্গের অপরাধে এক মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান কোন শাস্তি হতে পারে না। বরং এটা শাস্তি এড়াতে সহায়তা প্রদানেরই নামান্তর।

স্কুলটি কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ প্রশাসনের অধীনে থাকার অর্থ এই নয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে এটি। তার ওপর শিক্ষার্থী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আইনি ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকাশ্য বেত্রাঘাতের ঘটনার পরও তদন্ত কমিটি গঠন করার এবং কমিটির তদন্ত রিপোর্ট প্রদানের আইনি ভিত্তি থাকে কী করে। উল্লিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানকে তাৎক্ষণিক ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করে গ্রেফতার করা উচিত ছিল। বিষয়টি দেখার এখতিয়ার আদালতের। কোন কমিটি বা জেলা পুলিশ সুপারের নিজস্ব কোন এখতিয়ার নেই এখানে।

যে ঘটনাটি ঘটেছে তাতে অভিযুক্ত অধ্যক্ষ ছাত্র নির্যাতনের নামে অমানবিক আচরণ তো করেছেনই, পাশাপাশি আইনও অমান্য করেছেন। এর পুরস্কার হিসেবে ঘরে বসে এক মাস বেতন ভাতাদির সুযোগ ভোগ করবেন। এটা কি শিক্ষার্থী নির্যাতনের মধ্যযুগীয় বর্বরতার পুরস্কার!

আরেকটি প্রশ্ন, কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার কোন বিধি বলে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে এক মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়েছেন। পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের নিয়ন্ত্রণের বাইরে তো এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি থাকতে পারে না। সে বিবেচনায় এ রকম ক্ষেত্রে এক মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান জেলা পুলিশ প্রশাসন করতে পারে কিনা সেটাও প্রশ্ন।

আমাদের বক্তব্য হলো অধ্যক্ষ আরিফ বিল্লাহকে এখনই গ্রেফতার এবং ফৌজদারি বিধি বলে তার বিচার শুরু করতে হবে। শিক্ষক হওয়ার বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালানোর মতো ন্যূনতম মানবিক বোধ ও শিক্ষক হওয়ার মতো মানসিকতা এ ব্যক্তির নেই। শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা তিনি রাখেন না। ৩০ থেকে ৩৫ জন ছাত্রকে এভাবে প্রকাশ্যে বেদম প্রহার করা শিক্ষকসুলভ মানসিকতার সঙ্গে বেমানান। এ ধরনের ব্যক্তিদের কাছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন গড়ে তোলা নিরাপদ নয়।

এক মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান, তদন্ত কমিটি গঠন এসব কিছু যদি অপরাধকে আড়াল কিংবা হাল্কা করার কোন অপচেষ্টা হয়, তাকেও প্রতিহত করতে হবে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষকদের মধ্যে দ্বিতীয় আরিফ বিল্লাহ যাতে আর না সৃষ্টি হয় গোটা সমাজকে তা দেখতে হবে।